অবিশ্বাসী সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসী

আদিপুস্তক ২১.২২-৩৪ পদ

অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বিশ্বাসীর সম্পর্ক কেমন হবে? এই প্রশ্ন বিশ্বাসী আমাদের চিন্তায় ফেলে। একদিকে, বাইবেল বিশ্বাসীদের এমন কথা বলে, *"তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসমভাবে যোঁয়ালিতে বদ্ধ হয়ো না;কারণ ধর্মে ও অধর্মে কী সহযোগিতা? অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কী সহভাগিতা? . . . অবএব তোমরা তাদের মধ্য থেকে পৃথক হও . . ."* (২ করিন্থিয় ৬.১৪-১৮)। আবার অন্যদিকে, যীশু নিজে আমাদের আদেশ করেছেন, *"তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর"* (মার্ক ১৬.১৫)। আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে অব্রাহাম ও অবিমেলকের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতে আমরা দেখেছি। দুজনের এই সাক্ষাৎ তথা চুক্তি, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে, প্রশ্নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই দুই ব্যক্তিত্ব এই দুই ধরণের মানুষের প্রতিনিধি। একদিকে, অব্রাহাম যখন আমাদের বিশ্বাসের আদিপিতা, তথা বিশ্বাসী জগতের প্রতিনিধি। অন্যদিকে, অবিমেলক অবিশ্বাসী জগতের প্রতিনিধি। এই ঘটনার মাধ্যমে যে সত্য আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, তার থেকে বিশ্বাসী হিসাবে আমরা কীভাবে আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি, তার শিক্ষা পাই।

এখানেই অবিমেলকের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় নয়। কারণ, এর আগের অধ্যায়ে আমরা তাকে দেখেছি। অবিমেলক নামের অর্থ "রাজা আমাদের পিতা।" ধরা যেতে পারে এটা তার প্রকৃত নাম ছিল না, কিন্তু রাজকীয় উপাধি ছিল (যেমন মিসরের রাজাদের উপাধি ছিল "ফরৌণ," যার অর্থ হল "মহান গৃহ")। ২০ অধ্যায়ে, অব্রাহাম নিজের ঘাড় বাঁচাতে সারার সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে, যে মিথ্যা কথা বলেছিল, তা ঈশ্বরের বিচারে অবিমেলককে মৃত্যুর পাত্র করেছিল (২০.৩), কারণ অবিমেলক লোক পাঠিয়ে সারাকে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত অবিমেলক রক্ষা পেয়েছিল, কারণ এ বিষয়ে অজ্ঞতায় সে এমন কাজ করেছিল (২০.৬)। নিজের ভ্রম সংশোধনের সুযোগ পেয়ে, অবিমেলক সারাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর সারা গর্ভবতী হয়ে ইস্হাককে জন্ম দেয় এবং ইস্হাক ক্রমশ বড় হয় (২১.২, ৮)। অর্থাৎ, অবিমেলকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বেশ কিছু বৎসর পর, অব্রাহামের সঙ্গে তার এই সাক্ষাৎ ঘটে। এবারে লোক পাঠিয়ে গ্রহণ করা নয়, অবিমেলক নিজে সেনাপতি ফীখোলকে সঙ্গে নিয়ে অব্রাহামের সঙ্গে দেখা করে (২১.২২)। আসুন, এই সাক্ষাৎ থেকে আমরা কয়েকটি সত্য উপলব্ধি করি।

১। ঈশ্বর সহবর্তীতার দ্বারা শ্রদ্ধা বা সম্মান অর্জন

২২ পদের শেষাংশে অবিমেলক অব্রাহামকে এমন কথা বলেছে, *"আপনি যে কিছু করেন, সে সকলেতে ঈশ্বর আপনার সহবর্তী।"* বিগত বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে অবিমেলক এই সত্য উপলব্ধি করেছে। অব্রাহাম যদিও অবিমেলককে প্রতারিত করেছিল ও সমূহ বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল;তথাপি, অব্রাহামের উপর ঈশ্বরের অদৃশ্য হাত ছিল। এর প্রথম প্রমাণ অবিমেলক পেয়েছিল, যখন ঈশ্বর স্বপ্নে অবিমেলককে দেখা দিয়েছিলেন এবং সারার বিষয় তাকে সতর্ক করেছিলেন ও বলেছিলেন যে অব্রাহাম একজন ভাববাদী (২০.৭)। দ্বিতীয় প্রমাণ অবিমেলক পেয়েছিল, যখন অব্রাহাম প্রার্থনা করার পর, ঈশ্বর অবিমেলককে ও তার স্ত্রীকে ও তার দাসীদের সুস্থ করেছিলেন ও তাদের গর্ভ উন্মোচন করেছিলেন। এছাড়াও, এই ঘটনার পর অব্রাহাম অবিমেলকের দেশে বসবাস করায়, অবিমেলক দেখেছিল, ঈশ্বর কীভাবে অব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিয়েছিলেন বা আশীর্বাদ করেছিলেন। তার সঙ্গে ঈশ্বরের এই সহবর্তীতাকে স্মরণ করেই অবিমেলক অব্রাহামকে শ্রদ্ধা করেছিল।

অব্রাহামকে অশ্রদ্ধা করার যথেষ্ট কারণ ছিল। অব্রাহাম অবিমেলকের কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিল; অব্রাহামের কারণেই অবিমেলকের পরিবার অসুস্থ হয়েছিল এবং সমস্ত

স্ত্রী-লোকদের গর্ভ ঈশ্বর রোধ করেছিলেন; অবিমেলকের কোনও প্রকার ঈশ্বর-ভয় নেই বলে অব্রাহাম অভিযোগও করেছিল (২০.১১)। তাই, অব্রাহামকে অশ্রদ্ধা করা বা তাকে মিথ্যাবাদী কপটী হিসাবে চিন্তা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে অব্রাহামের সম্পর্ক তথা অভিজ্ঞতাকে অবিমেলক তুচ্ছ করতে পারেনি। অব্রাহামের জীবনে ঈশ্বরের এই উপস্থিতির কারণেই অব্রাহাম অবিশ্বাসী রাজার কাছ থেকে সম্মান বা শ্রদ্ধা পেয়েছিল। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি বা তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা অবিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে বাধা তৈরী করে না; পরিবর্তে, শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতে সাহায্য করে। প্রেরিত ২.৪৬ পদেও একই কথা পাই। হিতোপদেশ ১৬.৭ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, *"মানুষের পথ যখন সদাপ্রভুর সন্তোষজনক হয়, তখন তিনি তার শত্রুদেরও তার প্রণয়ী করেন।"* আপনার চারপাশের মানুষ কি আপনার জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করে?

২। শান্তি ও ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা

অবিশ্বাসী অবিমেলক যখন বিশ্বাসী অব্রাহামের সঙ্গে সন্ধি করতে চেয়েছিল, তখন সেই ঘটনার মধ্যে আমরা শান্তি ও ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষাকে দেখতে পাচ্ছি। ২০.১৫ পদে অবিমেলক অব্রাহামকে বলেছিল, *"আমার দেশ আপনার সামনে আছে, আপনার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে বসতি করুন।"* এইভাবে, অব্রাহাম ও অবিমেলক একই স্থানে বসবাস করায়, উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল। একথা সত্য যে, এই শান্তিচুক্তির মধ্যে অবিমেলকের যথেষ্ট স্বার্থ ছিল। কারণ, ধরা যেতে পারে, অব্রাহামের সম্পত্তি চোখে দেখার পর, অবিমেলক যখন অব্রাহামের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিল, সে জানতে পেরেছিল যে, মাত্র ৩১৮ জন দাসকে নিয়ে অব্রাহাম কীভাবে প্রাচ্যের ৪জন শক্তিশালী রাজাকে পরাজিত করে লোটকে উদ্ধার করেছিল (১৪.১৩-১৬)। এছাড়াও, অব্রাহামের জীবনে মহান ঈশ্বরের উপস্থিতি অবিমেলককে যথেষ্ট চিন্তিত করেছিল। তাই, অবিমেলক অব্রাহামের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টা করে। অবিমেলকের এই প্রস্তাবে অব্রাহামও রাজী হয় এবং দিব্য করে (২৪ পদ)। এর আগেও আমরা অব্রাহামকে অবিশ্বাসী রাজাদের সঙ্গে সন্ধি করতে দেখেছি (১৪.১৩)। শান্তির চেষ্টায়ই অব্রাহাম এমন কাজ করেছিল। যীশু আমাদের বলেছেন, *"ধন্য যারা মিলন করে দেয়, কারণ তারা ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যাত হবে"* (মথি ৫.৯)। অবিশ্বাসী সমাজে বিশ্বাসী আমরা শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করব।

কিন্তু শান্তির চেষ্টা করতে গিয়ে অব্রাহাম ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করেনি। ২৫ পদে অব্রাহাম অবিমেলকের বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছে; কারণ অবিমেলকের দাসরা অব্রাহামের একটি কূয়ো অধিকার করেছিল। অর্থাৎ, অব্রাহাম যদিও অবিমেলকের সঙ্গে শান্তির চুক্তি স্থাপনে আগ্রহী, কিন্তু শান্তি চাওয়া মানে অবিমেলকের সমস্ত অন্যায় ও অবিচারকে মেনে নেওয়া নয়। কারণ, ন্যায়বিচার ছাড়া কখনও প্রকৃত শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়া সম্ভব নয়। গায়ের জোরে অন্যকে বশ্যতা স্বীকার করোনো গেলেও, তার দ্বারা কখনও শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। কারণ, সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ একদিন প্রকাশ পাবেই। এখন, অবিমেলক যখন এই অভিযোগ সম্বন্ধে তার অজ্ঞতার কথা বলল, এবং তার দ্বারা ন্যায়বিচারে আগ্রহ প্রকাশ করল (২৬ পদ), তখনই অব্রাহাম মেষ ও গোরু নিয়ে অবীমেলককে দিল এবং দুজনে এক নিয়ম স্থির করল (২৭ পদ)।

একথা সত্য যে, বিশ্বাসী আমরা এই পৃথিবী সবাই প্রবাসী (কলসীয় ৩.১-৪), যেমন অবিমেলকের দেশে অব্রাহাম প্রবাসী ছিল (২৩ পদ)। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই পার্থিব জীবনের উন্নতি সাধনে আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। যীশু নিজে আমাদের *পৃথিবীর লবন* ও *জগতের দীপ্তি* আখ্যা দিয়েছেন (মথি ৫.১৩, ১৪)। অবশ্য, এই কাজে আমরা যেন কখনও জগতের সঙ্গে আপোষ না করি।

৩। শান্তির অর্থ চারিত্রিক ও নৈতিক আপোষ নয়

২০ অধ্যায়ে অব্রাহাম নিজের ঘাড় বাঁচাতে মিথ্যাচার করেছিল। তাই, অব্রাহামের মুখের কথায় অবিমেলক তেমন বিশ্বাস করতে না পেরে, অব্রাহামকে দিব্য করতে বলেছে, *"আপনি এখন এই স্থানে ঈশ্বরের দিব্য করে আমাকে বলুন যে, আমার প্রতি ও আমার পুত্র পৌত্রের প্রতি*

বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না" (২০.২৩)। একথা থেকে স্পষ্ঠ যে, অব্রাহামের প্রতি অবিমেলকের তেমন আস্থা নেই। অবিমেলক অব্রাহামের ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা স্বীকার করলেও, অব্রাহামের প্রতি আস্থা রাখতে পারেনি। তাই, অব্রাহামকে ঈশ্বরের নামে দিব্য করতে বলা হয়েছে। এর দ্বারা, অব্রহামকে তিরস্কার করা হয়েছে। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, বিশ্বাসী হিসাবে আমরা যেন আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট সমস্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে রক্ষা করি।

একই সঙ্গে অবিশ্বাসী জগতের সঙ্গে সম্পর্কে আমরা যেন কখনও আমাদের খ্রীস্ট-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় নীতিকে আপোষ না করি। যীশু নিজে বলেছেন, *"আমার রাজ্য এ জগতের নয়"* (যোহন ১৮.৩৬)। তাই, বিশ্বাসী আমরা কখনও আমাদের বিশ্বাসকে অস্বীকার করে জগতের নিয়মে গা ভাসাতে পারি না। এখানে, অব্রাহাম ও অবিমেলক শান্তির চুক্তি সাধন করলেও, চুক্তি শেষে তারা এক ঘরে বাস করেনি। ৩২ পদে বলা হয়েছে, *"এইরূপে বের্-শেবাতে নিয়ম স্থির করার পর অবীমেলক ও তার সেনাপতি ফীখোল পলেষ্টীয় দেশে ফিরে গেল।"* এর থেকে পরিষ্কার যে তাদের মধ্যে এখনও অনেক পার্থক্য বর্তমান।

বর্তমান জগতেও বিশ্বাসী আমাদের সঙ্গে জগতের মানুষের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পদ্ধতির প্রশ্নে বিভিন্ন পার্থক্য আছে। জগৎ যখন "নিজের পছন্দের" কথা বলে, বিশ্বাসী তখন "ঈশ্বরের বাক্যের" কথা বলে; জগৎ যখন "এক অন্য ধরণের জীবন-যাত্রার" কথা বলে, বিশ্বাসী তখন তাকে "পাপপূর্ণ জীবন-যাত্রা" বলে; জগৎ যখন "অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির" কথা বলে, বিশ্বাসী তখন "জীবন ও পরিবারের বিনাশ" চিন্তা করে। তাই, বিশ্বাসী হিসাবে জগতের তালে তাল দেবার আগে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করাকে প্রাধান্য দিতে হবে (প্রেরিত ৪.১৯)।

৪। সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সর্বদা স্মরণে রাখা

অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পর্কে বিশ্বাসীকে তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। অব্রাহাম তা জানত, তাই সে সর্বদা তা পালন করে আমাদের কাছে আদর্শ রেখেছে। ৩৩ পদে বলা হয়েছে, *"পরে অব্রাহাম বের্-শেবায় ঝাউ গাছ রোপন করে সেই স্থানে অনাদি-অনন্ত ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে ডাকল।"* এখানে অব্রাহাম ঈশ্বরকে এই প্রথম *অনাদি-অনন্ত ঈশ্বর* (এল-ওলাম) নামে ডাকে। এর আগে, আমরা ঈশ্বরকে *পরাৎপর ঈশ্বর* (এল-এলিয়ন, ১৪.১৮-২০); *সর্বশক্তিমান ঈশ্বর* (এল-শাদাই, ১৭.১) নামে দেখেছি। এইভাবে, বৃক্ষ রোপন ও অনাদি-অনন্ত ঈশ্বরের নামে ডাকার দ্বারা অব্রাহাম ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্যদান ও ঈশ্বরের আরাধনা করেছে। এর দ্বারা অব্রাহাম একমাত্র পরাৎপর, সর্বশক্তিমান এবং অনাদি-অনন্ত ঈশ্বরের নাম ঘোষনা করে।

আমাদের অবিশ্বাসী সমাজের বুকে বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের অংশগ্রহণ যেন সর্বদা সর্বশক্তিমান, অনাদি-অনন্ত ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্যদান হয়। কেবল সমাজ-কল্যাণমূলক কাজ নয়, কিন্তু সাক্ষ্যদান তথা সুসমাচার প্রচার যেন আমাদের মূল লক্ষ্য হয়। অব্রাহামের লাগানো ঝাউ গাছ যেমন অনাদি-অনন্ত ঈশ্বরের পক্ষে জগতের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিল; কালভেরিতে ক্রুশও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও ভালোবাসার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আমরা কি আমাদের সমাজের মানুষদের সেই ক্রুশের কথা বলি?